এ তো দিনদুপুরে ডাকাতি

Policy Research Institute, Bangladesh. | 1

এ তো দিনদুপুরে ডাকাতি

Friday, Jun 2, 2017

By Dr. Ahsan H. Mansur

প্রিন্ট সংস্করণ

আহসান এইচ মনসুরনতুন করে ব্যাংকে টাকা রাখার ওপর কর বাড়ানো হলো, এটা ব্যতিক্রমধর্মী পশ্চাৎপসরণ। সার্বিকভাবেই তো আমানতের ওপর সুদ কমছে। ফলে আমানতকারীরা দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুদ কমছে, করও বাড়ছে। আমানতকারীরা এখন শঙ্কিত, তারা কোথায় যাবে। একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে বলতে পারি, এ সিদ্ধান্তটাই আত্মঘাতী। এর ফলে আমাদের আর্থিক খাতে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ বাড়বে। লেনদেন যেভাবে ব্যাংকিং খাতে হওয়ার সুযোগ ছিল, তা আর হবে না। এতে কর আদায় ও আর্থিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা কমবে। অল্প কিছু অর্থের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এমন খারাপ পরামর্শ সরকার কেন গ্রহণ করল, এটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। এর মাধ্যমে সরকার যে পরিমাণ আয় করবে, ব্যাংকবিমুখ হওয়ায় তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকার।
আমরা চাই, দেশে বৈধ আর্থিক মাধ্যমে লেনদেন বাড়ুক। তবে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে তা নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে, আবার এসব টাকা নিয়ে সরকারি ব্যাংক টিকিয়ে রাখা হচ্ছে, এটা কোন ধরনের নীতি? জনগণকে এভাবে নিরুৎসাহিত করে আমরা অদক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। এটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জনগণ এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলে আমি মনে করি। কারণ, হিসাব থেকে এভাবে টাকা কেটে নিতে পারে না, সবাই তো সুদের ওপর কর দিচ্ছেই। এটা তো দিনদুপুরে ডাকাতি।
২৬ বছর ধরে বাংলাদেশে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ছিল, এখনো বহাল থাকল। যেসব পণ্যের ওপর সরকারের ভ্যাট বাড়ানোর সুযোগ ছিল, পণ্যমূল্য না বাড়াতে তা সমন্বয় করা হয়েছে। ভ্যাট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমি মূল্যবৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা দেখি না; বরং কিছু পণ্যের মূল্য কমানোর সুযোগ আছে, কিন্তু ব্যবসায়ীরা তা করবেন না। ১৯৯১ সালে প্রথম এ ভ্যাট হার নির্ধারণ করা হয়েছিল, এটা বেশিও না, কমও না। এ থেকে ভালো রাজস্ব আয় হলে পরে কিছুটা কমানো যেতে পারে।
সম্পূরক শুল্ককে আমি বলব দেশীয় শিল্প সুরক্ষা নীতি। নৈতিকভাবে এসব শুল্ক বসাতে হলে দেশীয় ও বিদেশি পণ্য উভয় ক্ষেত্রেই বসানো উচিত। বাংলাদেশ অসামঞ্জস্যভাবে শুধু আমদানি

[illegible]